বাংলাদেশ: স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন অপরাধের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করুন
ট্রাইব্যুনাল বিধির সংশোধনী আন্তর্জাতিক মানদ- মেটাতে পারেনি

(জুলাই ১১, ২০১১ – নিউ ইয়র্ক) – বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (আইসিটি)-এর কার্যপ্রণালীতে যে সংশোধনী আনা হয়েছে তা কিছু মৌলিক সমস্যা সমাধান করলেও এ সংক্রান্ত আইন ও বিধিসমূহের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোকে আন্তর্জাতিক মানদ-র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলে আজ হিউম্যান রাইটস ওয়াচ জানিয়েছে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যুদ্ধের নিয়মাবলির বিপুল লঙ্ঘন, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ও গণহত্যার জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার করার লক্ষ্যে এ ট্রাইব্যুনাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

*এ ট্রাইব্যুনাল যাতে আন্তর্জাতিক মানদ-র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং এর বিচার যাতে ন্যায়সঙ্গত হয় সেজন্য হিউম্যান রাইটস ওয়াচসহ অন্যান্যরা সংবিধান, বাংলাদেশের আইন ও ট্রাইব্যুনালের কার্যপ্রণালীতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনার ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারকে অনেকদিন ধরে চাপ দিয়ে আসছে। যেসব ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা প্রয়োজন তার মধ্যে রয়েছে অপরাধগুলোকে স্পষ্টভাবে উলেস্নখ করা, যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আসামীর অধিকার (*due process rights of the accused*) এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর সুরক্ষা।*

ট্রাইব্যুনালের বিচারকবৃন্দ ২০১১ সালের ২৮শে জুন পরিবর্তনগুলোর অনুমোদন করেন। নতুন বিধি ঘোষণার প্রাক্কালে ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রার শাহীনূর ইসলাম জানান, এসব পরিবর্তন একটি বড় পদক্ষেপ, কিন্তু একইসঙ্গে এও স্বীকার করেন, "তবে আন্তর্জাতিক মানদ- থেকে আমরা এখনও পিছিয়ে আছি।"

"আমরা চাই ১৯৭১ সালের বর্বরতার জন্য দায়ী যারা তাদের এখানে বিচারের মুখোমুখি করা হোক," বলেছেন হিউম্যান রাইটস ওয়াচের এশিয়া বিষয়ক পরিচালক ব্রায়ান অ্যাডামস। "যেসব সংশোধনী আনা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হলে এবং অযথা লম্বা আপীল এড়াতে হলে যে মৌলিক সমস্যাগুলো সমাধান করা প্রয়োজন তা এখনও ঠিক করা হয়নি।"

সংশোধিত বিধির আওতায় আসামী নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করতে পারবেন, নিজের পছন্দের আইনজীবীর সাহায্যে একটি ন্যায় ও উন্মুক্ত শুনানি অনুষ্ঠানের অধিকার রাখবেন এবং জামিনের আবেদন করা ও পাওয়ার অধিকার পাবেন। সংশোধনীর আওতায় কোনো ব্যক্তিকে একই অপরাধের জন্য দু'বার দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না অথবা আসামীকে দোষ স্বীকারে বাধ্য করা যাবে না। আসামীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের সত্যতা কোনো রকম সন্দেহের অবকাশ না রেখে প্রমাণের দায়িত্ব বর্তাবে বাদীপক্ষের ওপর।

সংশোধনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আক্রান্ত ব্যক্তি ও সাক্ষী সুরক্ষা ব্যবস্থা সৃষ্টি। সংশোধনীগুলো ট্রাইব্যুনালকে আক্রান্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার এখতিয়ার দিয়েছে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীর সর্বোচ্চ স্বার্থে প্রয়োজনে রুদ্ধকক্ষে বিচার প্রক্রিয়া চালানোর কথা বলেছে।

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এসব সংশোধনীকে ইচিবাচক বলে স্বাগত জানিয়েছে, একইসঙ্গে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লড়্যে বিধি, আইন ও সংবিধানে আরো সংশোধনী আনা উচিত বলে মত প্রকাশ করেছে। সংস্থাটির মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে সংবিধান, আইন ও বিধিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা জরম্নরি:

- *আসামীকে ট্রাইব্যুনালের নিরপেড়্গতা নিয়ে প্রশ্ন তোলার অধিকার প্রদান। বর্তমান আইনে এটি নিষিদ্ধ।*
- *আইনটির তিন নং ধারায় অপরাধের সংখ্যা নির্ধারণ ড়্রোত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসা যাতে যুদ্ধাপরাধ, মানবতার বিরম্নদ্ধে অপরাধ এবং গণহত্যার সংজ্ঞা আ˜ত্মর্জাতিক সংজ্ঞার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।*
- *বিবাদীপড়্গকে প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান যা বর্তমান আইনে তিন সপ্তাহ।*
- *আসামীকে বিচারের শেষে শুধু নয়, বিচার চলাকালীন সময়েও আপীল (অ˜ত্মবর্তী আপীল –* interlocutory appeal*) করার সুযোগ দান। সংশোধনীতে এ বিষয়টি সুরাহা করার চেষ্টা করা হয়েছে এভাবে যে, ট্রাইব্যুনালকে এর যে কোনো আদেশ পুনঃপর্যালোচনার এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। এই পুনঃপর্যালোচনা ট্রাইবুনাল যেমন নিজ উদ্যোগে করতে পারবে আবার বাদী বা বিবাদী যে কোনো পড়্োর আবেদনের ভিত্তিতেও করা যাবে। এ সংশোধনী একটি ইতিবাচক পদড়্োপ তবে এতে কোনো আপীল বেঞ্চ কর্তৃক সংশিস্নষ্ট আদেশটিকে যাচাই করার সুযোগ নেই। আপীল পুনঃপর্যালোচনার বিষয়টি আ˜ত্মর্জাতিক মানদ- অনুযায়ী হতে হলে একটি স্বাধীন বিচারক প্যানেল নিয়োগ দিতে হবে, যারা পুনঃপর্যালোচনার কাজটি সম্পন্ন করবেন।*
- *বিবাদী কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যা অন্যান্য দেশে এ ধরনের অপরাধের বিচার করার জন্যইতিমধ্যে করা হয়েছে।*

হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭(ক) অনুচ্ছেদবাতিলের জন্য সংসদের প্রতি বারবার আহ্বান জানিয়েছে। ৪৭(ক) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "এ অনুচ্ছেদের বলে আ˜ত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের আওতায় অভিযুক্ত ব্যক্তি ৪৭(ক) অনুচ্ছেদকে অসাংবিধানিক মর্মে চ্যালেঞ্জ করা সহ সংবিধানের অধীনে যে কোনো বিষয় সুরাহার লড়্যে সুপ্রীম কোর্টে যাওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত হবেন।"

সংবিধানের এ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে একজন আসামীকে বাংলাদেশ আর সকলকে যেভাবে সুরড়্গা দেয় তা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত এসব সুরড়্গার মধ্যে রয়েছে ৩৩ অনুচ্ছেদের আওতায় গ্রেপ্তার ও আটকের বিরম্নদ্ধে সুরড়্গা, ৩৫ অনুচ্ছেদের অধীনে বিচার ও দ- সংক্রা˜ত্ম ড়্রোত্রে সুরড়্গা, এবং ৪৪ অনুচ্ছেদের আওতায় মৌলিক অধিকার প্রয়োগ সংক্রা˜ত্ম সুরড়্গা হাইকোর্ট বিভাগে এসব অধিকারের সুরড়্গা চেয়ে আবেদন করার এখতিয়ার যার অন্যতম। আ˜ত্মর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল আইনের ৪৭(ক) অনুচ্ছেদ বাতিল করা উচিত যেহেতু এই আইনের আওতায় বিচার ন্যায়ভিত্তিক হয়নি এ অভিযোগ তোলার ভিত্তি হতে পারে এ ধারাটিই।

"বাংলাদেশ এসব বিচারের ড়্রোত্রে আ˜ত্মর্জাতিক মানদ- রড়্গা করবে বলে প্রতিশ্রম্নতিবদ্ধ কিন্তু সে প্রতিশ্রম্নতি পূরণ করতে হলে তাদের আরো কিছু পদড়্োপ নিতে হবে," বলেছেন অ্যাডামস। "সেটি করতে হলে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রদর্শনের এখনই সময়। নিজের দেশের মানুষের হাতে যে অকথ্য

নির্যাতনের শিকার হয়েছিল এ দেশের মানুষ তার বিচারের মানদ- বাংলাদেশ এর মধ্যে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারে যা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকবে।"